যুগান্তর

AUG 07 2006

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

বরিশাল বোর্ডের শতাধিক স্কুলে নবম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা যাবে না

আকতার ফারুক শাহিন, *বরিশাল ব্যুরো*

দক্ষিণাঞ্চলে ১শ'র বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির অনুমতি বাতিল করেছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। ওইসব বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের আশপাশে থাকা সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুলে নতুনভাবে নিবন্ধন করতে বলা হয়েছে। ভর্তির অনুমতি বাতিল হওয়া বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা এই নির্দেশ না মানলে তারা আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, ১৯৯৯ সালে এখানে শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সরকারী স্বীকৃতি না পেলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক যাবে না • পৃষ্ঠা ১ : কলাম ৪

যাবে না :

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে ওই বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার বিশেষ অনুমতি দেয়। শর্তানুযায়ী দু'বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে তাদের ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ছিল। সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করে বিদ্যালয়গুলো এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী পাঠিয়ে আসছিল। শর্তের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি এবং পরীক্ষায় অংশ নিলেও গত কয়েক বছরে বিদ্যালয়গুলোর এসএসসির ফলাফল ছিল খুব খারাপ। এর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ে পরপর ৩ বার কেউ পাস করেনি। এসএসসি পরীক্ষায় নিবন্ধনে দুর্নীতিসহ যাবতীয় অনিয়মের সিংহভাগই ওইসব বিদ্যালয়ে হচ্ছে। নতুন চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মহিউদ্দিন যোগ দেয়ার পর তার হস্তক্ষেপে যাচাই-বাছাই শেষে বিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ছাত্র ভর্তির অনুমতি বাতিল করার সিদ্ধান্ত হয়।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক শহিদুল আলমের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। অভিযুক্ত বিদ্যালয়গুলোর নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন করছে না শিক্ষা বোর্ড। যে সব ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে ওইসব বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে তাদের পার্শ্ববর্তী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বলা হয়েছে।

ভর্তির অনুমতি বাতিল হওয়া শতাধিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০টির নাম জানা গেছে। এগুলো হল— বরিশালের শাহাজাদি মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ কাউনিয়াকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কালেন্দা আম্বিয়া খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জিপিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভোলার পাঙ্গাসিয়া বাজার মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চর ইলিশা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চর সামাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ দীঘলদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাবুরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুলসুম বাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম চালচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আহাম্মদপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হামিদপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পূর্ব ওসমানগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালীর মধ্যচর মৈষাদি জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ মাদারঘোনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সঠিখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চালিতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ কেওরাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। উল্লেখিত ২০টিসহ এই শতাধিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তিসহ অন্য কোন রকম কর্মকাণ্ড পরিচালনার আর কোন সুযোগ থাকবে না বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।